আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

৮ অক্টোবর ২০২১

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র যুগের বিজয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আল্লামা শিবলী নোমানী হযরত উমর (রাঃ)'র বিজয় তথা বিজয়ের কারণসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে লিখেন যে, একজন ঐতিহাসিকের মনে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নের উদয় হতে পারে, অল্পসংখ্যক এবং হাতেগোনা গুটিকয়েক মরুবাসী অথচ তারা কিভাবেই বা ফ্রান্স এবং রোম-এর মত বিশাল সাম্রাজ্যকে উৎখাত করতে সমর্থ হয়? এটা কি বিশ্বের ইতিহাসে কোন বিশেষ ঘটনা ছিল? এই বিজয়গাথাকে কি আলেকজাণ্ডার তথা চেঙ্গিজ খানের বিজয়ের সহিত তুলনা করা যেতে পারে?

হযরত উমর (রাঃ)'র মাধ্যমে বিশেষ বিজয়প্রাপ্ত দেশগুলির সর্বমোট ক্ষেত্রফল ছিল বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল। এসব বিজয়ের ব্যাপারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, সেসময় ফ্রান্স এবং রোম এদু'টি দেশ-ই তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠা হারিয়েছিল। খুশরু পারভেজের পরে ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নৌশেখান-এর পূর্ববর্তী (মুলহিদ এবং জিন্দীক) মুজ্‌দকা নামী ফির্কার শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল, যাদের মতবাদ অনুযায়ী, লোভ-লালসা দূর করার জন্যে স্ত্রীজাতি সহ সমস্ত পার্থিব সম্পদ মালিকানাধীন। অনুরূপভাবে নস্তুরী খ্রীষ্টানরাও কাউরির স্মরণ পেত না। মুসলমানরা যেহেতু অন্যান্য ধার্মিক-মতবাদের কোনরূপ অসম্মান করত না, সেহেতু সুদীর্ঘকাল যাবৎ অত্যাচারিত এই গোত্রদু'টি ইসলামের ছত্রছায়ায় এসে বিরোধীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

রোমীয় শাসনামলের ব্যাপারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতামত এরকম যে, খ্রীষ্টানদের আভ্যন্তরীন মতভেদ সেসময় শীর্ষে ছিল। আল্লামা শিব্‌লী নোমানী তার খণ্ডন করে বলেন, নিঃসন্দেহে সেসময় ফ্রান্স এবং রোমান শাসন ব্যবস্থা উন্নত পর্যায়ের ছিল না, কিন্তু তা এতটা নিম্ন স্তরেরও ছিল না যে, আরবের মত নিঃস্ব-রিক্ত এক জাতির সামনে তাদের শক্তি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। ফ্রান্স ও রোমান জাতি সেসময় যুদ্ধে কৌশলগত দিক দিয়ে নিপুন ছিল, যুদ্ধাস্ত্রের দিক দিয়েও তারা ছিল বিকসিত। তারা নিজ দূর্গে সবর্দাচৌকস থেকে নিজেদের দেশের সুরক্ষা করতে তৎপর থাকত।

এদিকে আরবের সমস্ত সেনা সংখ্যার দৃষ্টিতে এক লক্ষেরও কম ছিল, অন্যদিকে তারা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তথা নবীন যুদ্ধ কলায় অপারদর্শী ছিল। সুতরাং এ কথার বাস্তবিক উত্তর হচ্ছে এই যে, সে সময় পয়গম্বর-এ-ইসলাম সাল্লাল্লহো আলাইহে ওয়াস্‌সালাম এর কারণে মুসলমানদের মাঝে জোস, উৎসাহ, দৃঢ় সংকল্প এবং উচ্চস্তরীয় সৎসাহসের জোয়ার এসে গিয়েছিল তথা হযরত উমর (রাঃ)'র ইসলামে অর্ন্তভূক্তি সেই জোয়ারকে আরও তেজোদ্দীপ্ত করে ফেলেছিল। মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠা তথা ঈমানদারী তাদেরকে শাসন করার ক্ষেত্রে সফলতা দান করে এবং এ শাসনের ক্ষেত্রে কখনো এমন দেখা যায়নি যে জনগণ বিরোধিতায় নেমেছে।

ইরান, সিরিয়া প্রমুখ দেশের শাসকগণ, ইসলামের মাঝে এরূপ নৈতিকতাকে পর্যবেক্ষণ করেই মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেছে। অতঃপর এখানে আলেকজাণ্ডার তথা চেঙ্গিজ খান-এর নামের উল্লেখ যদিও বেমানান তথাপিও বলতে হয় যে, যেখানে এরূপ রাজনেতা অত্যাচার-অনাচার, কষ্ট এবং নরসংহারের মত হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করে বিজয় প্রাপ্ত করেছে। সেখানে মুসলমানেরা সততা, বিনয়তা তথা ন্যায়-এর মাধ্যমে জনতার অন্তর জয় করতে সমর্থ হয়েছে। চেঙ্গিজ খাঁ, বখ্ত্ নসর, তৈমুর, নাদির শাহ্ ইত্যাদি সকলেই রক্তপাতী ও নির্দয়ী ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ)'র বিজয়, কখনোই আইনের লঙ্ঘন অথবা ন্যায়-এর বিরুদ্ধে প্রতীয়মান হয় না। হযরত উমর (রাঃ)'র রাজত্বকালে, লাশ-এর অবমাননা, বাচ্চাদের হত্যা, সন্ধি বিচ্ছেদ তথা সাধারণ পুরুষদের হত্যা করা তো দূরের কথা সৈনিকদিগকে একটি বৃক্ষ কাটারও অনুমতি দেওয়া হয় নি।

যারা হযরত ফারুকুল আযিম (রাঃ)'র বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলে যে, পৃথিবীতে তো অনেক দিগ্বীজয়ী, অপরাজেয় ব্যক্তি এসেছে। তাদেরকে একথা বলতে চাই যে, এমন কয়জনের নাম রয়েছে—সুরক্ষা, সাবধানতা তথা ক্ষমাপ্রণালী দ্বারা যারা একইঞ্চি জমি অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে? আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ প্রমুখ শাসকগণ স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নিত। অথচ হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সারাজীবনে সম্পূর্ণ খেলাফতকালীন সময়ে কখনোই একবারও কোন যুদ্ধে অংশ নেননি। অথচ সমস্ত সেনাবাহিনীর বাগডোর ছিল তাঁর (রাঃ)'র হাতের মুঠোয়। আলেকজাণ্ডার প্রমুখ বিজয়ীদের বিজয় সেইরূপ বাদল বা মেঘমালার মত ছিল, যা একবার প্রবলবেগে এসে যায় এবং পরক্ষণে তা বেরিয়েও যায়। অথচ ফারুকী বিজয়ে সেই সুদৃঢ়তা ছিল যা তেরশ বছর পরেও সেযুগের সেই বিজয়ে হাতে আসা দেশসমূহ আজও ইসলামের বিজয়পতাকা অম্লান রেখেছে।

অবশ্য এটা সাধারণ কথা যে, ঐ বিজয়ে যুগ-খলীফার এতটা ভূমিকা ছিলনা, যতটা ভূমিকা পালন করেছিল সে সময়কালীন জোস ও উৎসাহ। এ ব্যাপারে আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) তথা হযরত আলী (রাঃ)'র যুগে তো সেই মুসলমানরাই ছিল, কিন্তু পরিণাম কি হয়েছিল? জোশ তথা সাহস নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎ-সম শক্তির ন্যায়। পরন্তু সেই শক্তি তখনই কাজ দেয় যখন কাজ নেওয়ার ব্যক্তিও সেরূপ শক্তিশালী হয়। ফারুকী বিজয়ের বর্ণনা পরিস্কার করে যে, সমগ্র সেনাবাহিনী পুতুলের ন্যায় হযরত উমর (রাঃ)'র ইশারার অধীনস্ত ছিল। সেনাবাহিনীর সংগঠন, সৈন্য অভিযান, ব্যারাকের নির্মাণ, ঘোড়ার শুশ্রুষা, দূর্গের সুরক্ষা, ঋতু বা আবহাওয়ার অনুকূলে সৈন্যের আবাগমণ, পত্রাচারের ব্যবস্থাপনা, সেনা-অফিসারের চয়ন, দূর্গ-ভেদী যন্ত্রের চয়ন তথা এরূপ বিবিধ প্রয়োজনের আবিষ্কারক হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং নিজে ছিলেন এবং সুদৃঢ়তার সহিত সেগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিতও করেছিলেন। দশ বৎসর কালীন ব্যাপৃত এসব যুদ্ধগুলির মধ্যে দুটি অতীব ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি ছিল নহাবুন্দের অভিযান তথা দ্বিতীয় ছিল, যখন কাইসারে রোম দ্বীপবাসীদের সহায়তা নিয়ে দ্বিতীয়বার হম্স্ এর ওপর চড়াও হয়। এই দুই যুদ্ধেই হযরত উমর (রাঃ)'র দূরদর্শিতার এমন বাগ্মিতাপূর্ণ প্রকাশ ঘটে যে, তাঁর (রাঃ)'র নিপুণ রণ-কৌশলের ফলেই বিরুদ্ধবাদীদের উদীত তুফানকে চিরতরে দাবিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়। আজ পর্যন্ত হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) সম এমন কোন বাদশাহ বা বীর দেখা যায়নি, যার বীরত্বের মাঝে বিজয় ও ন্যায় উভয়ের সংমিশ্রণ ফলিত হয়েছে।

আঁহযরত (সাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে একবার দোয়া দিতে গিয়ে বলেন, নতুন পোষাক পরিধান কর তথা প্রশংসনীয় জীবন অতিবাহিত করো এবং শাহাদতের মৃত্যুবরণ কর। একদা রসুলে করীম (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) দিগকে সঙ্গে নিয়ে ওহুদ পাহাড়ের ওপর উঠেছিলেন,

তখন পাহাড় কম্পিত হতে থাকে। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) তক্ষণাৎ বলেন, 'এ ওহুদ! ক্ষান্ত হও। তোমর ওপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ রয়েছেন।' অন্য এক পর্যায়ে রসুলে করীম (সাঃ) বলেন, 'আমাকে জিব্রাইল (আঃ) বলেছে যে, ইসলামী বিশ্ব হযরত উমর (রাঃ)'র নিধনে কাঁদবে।' উম্মুল মোমেনিন হযরত হাফ্সা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা হযরত উমর (রাঃ) এ দোয়া করতেন যে, 'হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদতের মর্যাদা দান কর।'

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত উমর (রাঃ) এই দোয়া করতেন যে, আমার যেন শাহাদত নসীব হয়। এ দোয়া কতটা ভয়ানক ছিল যে, যখন শত্রুরা মদীনার ওপর চড়াও করবে এবং মদীনায় হযরত উমর (রাঃ) কে শহীদ করবে। পরন্তু খোদাতায়ালা তাঁর (রাঃ)'র দোয়াকে অন্যরূপে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তিনি (রাঃ), একজন মুসলিম নামধারী ব্যক্তির হাতে মদীনাতেই শহীদ হন।

হযরত উমর (রাঃ)'র শাহাদতের বিষয়ে হযরত আবু মুসা আশআরী এবং হযরত আউফ বিন মালিক উভয়ে স্বপ্নে দেখেছিলেন, অনুরূপ হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং নিজ শাহাদতের ব্যাপারে স্বপ্নে দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) ২৬ জিলহজ্জ, ২৩ হিজরীতে অতর্কিত আক্রমণে আহত হন। সেই আক্রমণের ফলে, মুহর্রম মাসের প্রথম তারিখ, ২৪ হিজরীতে তিনি (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করেন এবং ঐদিনেই তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লিখিত শাহাদতের ঘটনা সহীহ্ বুখারিতে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, তদনুসারে তিনি (রাঃ) ফজরের নামাযে ছিলেন। নামাযের মধ্যেই মুগীরা নিবাসী একজন আজ্মী (আরব বহির্ভূত) গোলাম দুই দিকে ধার বিশিষ্ট আজ্মী ছুরি দ্বারা আক্রমণ করে। সেই ব্যক্তি নিজেকে বাঁচানোর জন্য তেরজন অন্যান্য লোকেদেরও আক্রমণ করে আহত করে, যাদের মধ্যে সাতজন মারাও যায়। হযরত উমর (রাঃ) আহত হয়ে পড়লে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) কে ইমামতির জন্য আগে দেন। তিনি সকলকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত নামায পড়েন। হযরত উমর (রাঃ) কে মসজিদ থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে তাঁকে নবীজ এবং দুধ পান করানো হয়, কিন্তু তা ক্ষতস্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। এমতাবস্থায় সাধারনেরা বুঝতে পারে যে, তিনি (রাঃ) আর বাঁচবেন না। একজন যুবক তাঁর (রাঃ)'র সদ্গুনের বর্ণনা করায় তিনি (রাঃ) বলেন, আমার তো কামণা এটাই যে, এসব যেন বরাবর হয়। যাতে করে না আমি জিজ্ঞাসিত হই, আর না আমাকে বেশি পূণ্যাধিকারী করা হয়।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ)'র নিকট নিজের ঋণের হিসাব করান, যা মোটামোটি ছিয়াসি হাজার দিরহাম ছিল। তিনি (রাঃ) সেগুলি পরিশোধ করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) কে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)'র নিকটে প্রেরণ করেন এবং বলেন যে, 'উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বলবে যে উমর বিন খাত্তাব এবিষয়ের অনুমতি চাইছেন যে, তাঁর দুই সাথীদের সঙ্গে তাঁকে যেন দাফন করা হয়।'

আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)'র নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে তিনি কান্নার মাঝে রয়েছেন। তিনি (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)'র পয়গাম শুনে বলেন যে, আমি তো সে স্থানটিকে নিজের জন্য রেখেছিলাম। পরন্তু আজ আমি আমার স্থলে হযরত উমর (রাঃ) কে প্রাথমিকতা দিব। হযরত আয়েশা (রাঃ)'র নিকট থেকে অনুমতির সংবাদ শুনে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আমার এর থেকে বেশী আর অন্য কিছুর চিন্তা নাই।

হযরত উমর (রাঃ) তাঁর তিরোধানের পর খলীফা নির্বাচনের জন্য — হযরত আলী (রাঃ), হযরত উসমান গণী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সাদ (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের নিয়ে খেলাফত

নির্বাচন কমিটি গঠন করেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে খলীফা যেন, মুহাজীর, আনসার, বদবী, আরবী তথা দীন দুঃখী লোকেদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তার ওসীয়্যত করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র বর্ণনা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এরপর হুযুর বলেন যে, আজ জার্মানীতে জলসা শুভারম্ভ হচ্ছে। এ জলসাটি হচ্ছে দুই দিনের। আগামীকাল ইনশাল্লাহ্ জলসার অন্তিম চরণে আমি সকলকে সম্বোধন করব। আল্লাহ্তায়ালা এ জলসাকে সবদিক দিয়ে বরকতমণ্ডিত করুন।

খুৎবার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) দুইজন মরহুমীন, মোকাররম কমরুদ্দীন সাহেব মুবাল্লীগ সিলসিলাহ্ ইন্দোনেশিয়া এবং সালমান খান সাহেবের সহধর্মিনী মোকাররমা সবোহা হারুন সাহেবার হৃদয়গ্রাহী উন্নত চরিত্রের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা করেন তথা জুমআর নামায শেষে গায়েবানা নামায পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

8 OCTOBER 2021

Bangla Translation
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in